সংবাদ

বিনা অনুমতিতে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

গতকাল এক তথ্য বিবরণীতে বলা হয়: সরকার লক্ষ্য করছেন যে, সম্প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান দেশের মধ্যে এমন কি বিদেশে ভ্রমণকালে বাংলাদেশ সরকারের বিনা অনুমতিতে বিদেশী সরকার, সংস্থা বা নাগরিকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত কারণে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বিশেষ করে মসজিদ, মাদ্রাসা, ধর্মীয় সম্মেলন, আলোচনা সভা ইত্যাদির জন্যে

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

বিনা অনুমতিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চাঁদা সাহায্য সংগ্রহ করেছেন। একদিকে এ ধরনের কার্যকলাপ দ্বারা বিদেশীদের চোখে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারের বিনা অনুমতিতে বিদেশীদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে দেশের সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান লংঘন করা হচ্ছে।

এ প্রসংগে তথ্য বিবরণীতে দেশের প্রচলিত দু'টি বিধিবদ্ধ আইন, যথা—বিদেশী সাহায্য(স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপ) নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ এবং বিদেশী অনুদান নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর প্রতি পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এ দু'টি আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিনানুমতিতে স্বেচ্ছাসেবী কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা অন্য যেকোন কারণে বিদেশী সরকার, সংস্থা বা নাগরিকদের কাছ থেকে সাহায্য/অনুদান/বিদেশ ভ্রমণের জন্য বিনামূল্যে টিকেট গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকারের অনুমতি গ্রহণের ব্যাপারে বিস্তারিত পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে যা ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে সকলকে অবহিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পদ্ধতির আওতায় কোনরূপ সাহায্য গ্রহণের অনুমতির জন্যে বহিঃসম্পদ বিভাগ। ইআরডি-তে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করার নিয়ম। সরকারের অনুমতি না নিয়ে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করলে আইনে জরিমানাসহ কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে উল্লেখিত আইনের বিধান মেনে চলা এবং সরকারের অনুমতি ব্যতীত বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়া হয়েছে। অন্যথায় আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।